সমকাল

তারিখ ... 12 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১৯ ... কলাম ... 2 ...

তিন সপ্তাহ অভিভাবকহীন রাবি, কার্যক্রমে স্থবিরতা

■ সৌরভ হাবিব ও মুস্তাফিজ রনি, *রাজশাহী ব্যুরো*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের দুটি পদ গত ২০ মার্চ শূন্য হলেও নিয়োগ দেওয়া হয়নি নতুন কাউকে। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে প্রশাসনের প্রধান দুটি পদ খালি থাকায় সৃষ্টি হয়েছে নানা জটিলতা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ, সনদ ও এনওসিপত্র দেওয়াসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দুটি পদে নিয়োগ পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৭০ শিক্ষক দৌড়ঝাঁপ করছেন বলে জানা গেছে। এ বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখছেন না প্রবীণ শিক্ষকরা। তারা বলছেন, 'আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে সিভি নিয়ে এভাবে দৌড়-ঝাঁপ করা রীতিমতো শিক্ষকতা পেশাকে অবমাননা করার শামিল। যারা সিভি নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করছেন, তাদের প্রথমে অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত। রাজনৈতিক তদবির বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩-এর অ্যাক্ট অনুযায়ী সিনেট মনোনীত শিক্ষকদের মধ্য থেকে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া উচিত।'

উপাচার্য উপ-উপাচার্য হতে দৌড়ঝাঁপ

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রশাসনের প্রধান দুই কর্তাব্যক্তি না থাকায় সৃষ্টি হয়েছে একাডেমিক ও প্রশাসনিক নানা জটিলতা। বেশ কয়েকটি বিভাগের রেজাল্ট হলেও উপাচার্যের স্বাক্ষর ছাড়া তা পাস করা সম্ভব হচ্ছে না। উপাচার্যের স্বাক্ষর ছাড়া সম্ভব নয়– এমন অনেক ফাইল ইতিমধ্যে জমা হয়েছে উপাচার্যের দপ্তরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সায়েন উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য না থাকায় প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। অনেক বিভাগের রেজাল্ট হয়ে গেছে। কিন্তু উপাচার্যের অনুমোদন না হওয়ায় তা আটকে আছে। অনেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জরুরি ভিত্তিতে দেশের বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এনওসি পত্র উপাচার্যের দপ্তরে জমা পড়ে আছে। তারাও বিপদে পড়েছেন। নিয়ম না থাকার ফলে কিছু করতে পারছি না। আগে উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হলে কোষাধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রারকে দায়িত্ব দেওয়া হতো। এবার দেওয়া হয়নি বলে এমন দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।'

জানা গেছে, ১৯৭৩ অধ্যাদেশের ১১(১) ধারা অনুযায়ী 'সিনেট মনোনীত তিনজনের একটি প্যানেল থেকে একজনকে উপাচার্য হিসেবে চার বছরের জন্য নিয়োগ দেবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (রাষ্ট্রপতি)।' তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রধান দুই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে গত দেড় দশক ধরে মানা হচ্ছে না এই নিয়ম। ১৯৯৯ সালেও অধ্যাপক এম সাইদুর রহমান খানকে সিনেটের মাধ্যমে

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

তিন সপ্তাহ অভিভাবকহীন

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০১ সালে এই নিয়ম ভেঙে অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকীকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। এরপর বিএনপি সরকার উপাচার্য পদে নিয়োগ দেয় অধ্যাপক আলতাফ হোসেনকে। এরপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে আওয়ামী লীগ সরকার বিএনপির নীতি অনুসরণ করে। দলীয় বিবেচনায় ২০০৯ সালে উপাচার্য হন অধ্যাপক আবদুস সোবহান। এরপর একই নিয়মে দলীয় পরিচয়ে ২০১৩ সালে নিয়োগ দেওয়া হয় অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিনকে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, দলীয় পরিচয়ে গত চারবার রাবি প্রশাসনের উপাচার্য নিয়োগের পর ধারণা করা হচ্ছে এবারও একই কায়দায় দলীয় পরিচয় প্রাধান্য দিয়েই উপাচার্য নিয়োগ করা হবে। বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকায় স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ভাবছেন রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্ট কাউকেই প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের পাশাপাশি রাজশাহী নগর আওয়ামী লীগও ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করছেন তারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মলয় কুমার ভৌমিক বলেন, 'উপাচার্য নির্বাচন হওয়ার কথা সিনেটের মাধ্যমে। কিন্তু এখন তো আর তা দেখছি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও দলীয় পরিচয়ে উপাচার্য নিয়োগ পাচ্ছেন। এসব দেখে শিক্ষকরা উচ্চাভিলাষী হচ্ছেন। লোভী হচ্ছেন। আমি নীতিগতভাবে মনে করি, যারা উপাচার্য হওয়ার জন্য অতি আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাদের কোথাও উপাচার্য করা উচিত না। শিক্ষকতা মহান পেশা। এ পেশার মান বজায় রাখতে হলে যারা সিভি নিয়ে আমলাদের পেছনে ছুটছেন না, তাদের মধ্যে থেকে কাউকে এ দুটি পদে নিয়োগ দেওয়া উচিত।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মো. শহীদুল্লাহ বলেন, 'প্রায় ৭০ শিক্ষক এ দুটি পদের জন্য তদবির করছেন বলে জানা গেছে। এখন শুনতে পাচ্ছি এত বেশি শিক্ষক সিভি জমা দিয়েছে যে, কাকে রেখে কাকে নিয়োগ দেবেন, তা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় পড়েছে মন্ত্রণালয়।' তিনি বলেন, শিক্ষকদের এভাবে লবিং করে সিভি নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ করাটা প্রত্যাশিত নয়, সত্যিই দুঃখজনক। এটা শিক্ষকদের মর্যাদা হানিকর। অবশ্যই সিনেট মনোনীত শিক্ষককেই উপাচার্য পদে নিয়োগ করা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য, উপ-উপাচার্য হিসেবে যারা এগিয়ে আছেন, তাদের মধ্যে আলোচনায় রয়েছেন– আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাশেম। তিনি সরকারদলীয় হওয়ায় এবং বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করায় তার সম্ভাবনা প্রবল বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক রকীব আহমেদও পদের অন্যতম দাবিদার। তিনি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক হিসেবে আছেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা, সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ নুরুল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, সাবেক জনসংযোগ প্রশাসক অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মিশ্র, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার তাপু, একই বিভাগের অধ্যাপক মুশফিক আহমেদ, লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক প্রণব কুমার পাণ্ডে, সমাজকর্ম বিভাগের সভাপতি ও সাবেক ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক সাদেকুল আরেফিন মাতিন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহ আজম শান্তনু ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক সেলিনা পারভীনের নাম শোনা যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক এন্তাজুল হক বলেন, 'উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরদিনই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফ্যাক্স, ই-মেইল এবং হার্ড কপির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠি পাঠিয়েছি। এ ছাড়া ইউজিসিকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। তার পরও নিয়োগ দিতে এত দেরি কেন, সে বিষয়ে কিছু জানি না।

প্রাপ্তি নং
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর